দুজনার পাঠশালা

মূল

ড. হাসসান শামসি পাশা
শাইখ ইবরাহিম দাবিশ
শাইখ আদেল ফাতহি আবদুল্লাহ

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

যায়েদ আলতাফ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

দুজনার পাঠশালা

গ্রন্থনা ও অনুবাদ : যায়েদ আলতাফ

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

islamicboighor.com

islamiboi.net

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

মূল্য: ৪০০/-

অর্পণ

দুজনার পাঠশালায় আমার একমাত্র সহপাঠিনী নুসাইবা ও আরিশের আম্মু ছাড়া আর কাকে?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...﴾

'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।'[১]

***

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ.

'ইবলিশ পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টিকারী সে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি এই এই কাজ করেছি। উত্তরে সে বলে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর আরেকজন এসে বলে, আমি তার পিছনে লেগে থেকে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ইবলিশ তখন তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, তুমি খুবই কাজের কাজ করেছো।'[২]

[১] সূরা রূম : ২১।
[২] সহিহ মুসলিম : ৬৯৯৯।

তাবেঈ কায়স বিন আবু হাজেম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

بَكَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ- رضي الله عنه- فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ تَبْكِي فَبَكَيْتُ.

'আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রীও কান্না শুরু করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছ কেন? স্ত্রী বলল, আপনি কাঁদছেন, তাই আপনাকে দেখে কাঁদছি।'[৫]

***

পূর্ববর্তী স্ত্রীগণ স্বামীরা উপার্জনের জন্য বাইরে যাওয়ার সময় তাদের বলতেন,

اِتَّقُوا اللهَ فِينَا وَ لاَ تُطْعِمُونَا الْكَسْبَ الْحَرَامَ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوْعِ وَالضرِّ وَ لاَ نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ.

'আমাদের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন। আমাদের হারাম কামাই খাওয়াবেন না। কেননা, আমরা ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করে নিতে পারব। কিন্তু জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব না।'[৬]

[৫] মুসতাদরাকে হাকেম : ৮৭৪৭।
[৬] ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : বিবাহ অধ্যায়।

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের ইমানের দৌলত দান করেছেন। ইসলামের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন-বিধান দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও দুরুদ ও সালাম।

ইসলামি শরিয়তে বিয়েকে অর্ধেক দীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই বিয়েকে একটি মহান নেয়ামত, পাশাপাশি একটি ইবাদত, শুধু ইবাদত নয়, গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মানবজীবন ও মানব সমাজের শৃঙ্খলা ও শুচিশুভ্রতা রক্ষার্থে এর গুরুত্ব কত অধিক। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিবাহবিমুখদের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক কথা উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

'বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৫]

কোনো নফল আমল বর্জনের ক্ষেত্রে নবিজি এত কঠিন কথা উচ্চারণ করেননি। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নফল আমলের চেয়ে বিয়ের গুরুত্ব অধিক। জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে গুনাহে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিয়ে করা ওয়াজিব। আশঙ্কা না থাকলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর নিকট যে কোনো নফল আমলের চেয়ে বিয়ে করা উত্তম। তাদের মতে, সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকা, ইবাদতপরায়ণতা ও পার্থিব নির্মোহতার উদ্দেশ্যে চিরকুমার থাকার চেয়ে বিয়ে করা উত্তম।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেন। নবিজি তাকে অনুমতি দিলে আমরাও নপুংসক হয়ে যেতাম।'[৬]

---

[৫] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৪৬।

সাহাবায়ে কেরামের নিকট বিয়ে অত্যন্ত পছন্দের ও সহজ একটি বিষয় ছিল। আমাদের সমাজের মতো তাদের কাছে বিয়ে মানে কাড়ি কাড়ি টাকার খেলা ছিল না।

ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্রকে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

لَا يَتِمُّ نُسُكُ النَّاسِكِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

'বিয়ে করার আগ পর্যন্ত কোনো ধার্মিকের ধার্মিকতা পূর্ণতা পায় না।'

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'আমি যদি জানতে পারি যে, আমার আর মাত্র দশ দিন হায়াত আছে, তখনও আমি বিয়ে করা পছন্দ করব।'

এমনিভাবে হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু মহামারিতে তার দুজন স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। কেননা আমি আল্লাহর সঙ্গে অবিবাহিত অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই না।'

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারজন স্ত্রী ও সতেরো জন দাসী ছিল। অথচ তিনি অন্যতম দুনিয়াবিমুখ মহান সাহাবি ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বিয়ে করা মানে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি নয়।[৯]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আবু যাওয়ায়েদকে ধমকের সুরে বলেন, 'বিয়ে করছ না কেন? তোমার কি বার্ধক্য চলে এসেছে নাকি তুমি চরিত্রহীন, লম্পট?'[১০]

চতুর্দিক থেকে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো পাপাচার, পর্ণ আসক্তি ও যৌন মানসিকতার এই সমাজে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই, তা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি।

কিন্তু বিয়ে করলেই কী আমরা সফল হতে পারব? রেশম-কোমল চুলে বাঁধা পড়লেই কি আমরা সুখময় জীবনের পরশ পাব? নানান জটিলতা ও সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করব?

---

[৯] সহিহ বুখারি : ৫০৭৩।

[১০] ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : বিবাহ অধ্যায়।

[১১] ইমাম যাহাবিকৃত সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৩৮।

সেজন্য আমাদের বিস্তর পড়াশোনা করতে হবে। বিয়ে ও বিয়ে পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। নবি জীবনের দিকনির্দেশনা আহরণ করতে হবে। নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে।

কেননা আমরা বর্তমানে এমন এক দূষিত, পঙ্কিল ও অস্থির সমাজে বসবাস করছি, যেখানে মানুষ বিয়ে করেও শান্তিতে নেই। দাম্পত্য কলহের বিষাক্ত ছোবলে পরিবারগুলো ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য দম্পতি লোভ-লালসা, কলহ-বিবাদ, সন্দেহ এবং পরকিয়ার বলি হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে কেটে টুকরো টুকরো করছে। স্ত্রী স্বামীকে। নিষ্পাপ সন্তানরাও কখনো এসব নৃশংসতার শিকার হচ্ছে।

শুধু যে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংসার ভাঙছে তা নয়। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও সংসার ভাঙছে। দীনদারি দেখে বিয়ে করার পরও সংসার টেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে। *দুজনার পাঠশালা* নামে বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থে এসব সমস্যা থেকে বেঁচে থাকার এবং এ থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবিজির পারিবারিক জীবনাদর্শগুলোকে বারবার সামনে এনে সেগুলো স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলত তিনজন বিখ্যাত লেখকের বই ও লেকচার থেকে এই বইটি সাজানো হয়েছে।

১. ডক্টর হাসসান শামসি পাশার *হামসাতুন ফি উয়ুনি যাওয়াইন* গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু লেখার অনুবাদ এখানে পেশ করা হয়েছে। তিনি একজন সিরিয়ান চিকিৎসক। জন্ম ১৯৫১ সালে। আরবের জেদ্দা শহরস্থ কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালের কার্ডিওলজির পরামর্শক এবং আয়ারল্যান্ড, গ্লাসগো ও লন্ডনের রয়্যাল কলেজের চিকিৎসকদের ফেলো। তিনি তার লেখায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেন।

২. শাইখ ইবরাহিম দাবিশ। সৌদি আরবের রাস শহরস্থ জামে মালিক আবদুল আযিযের ইমাম ও খতিব। বিখ্যাত দাঈ। আল-কাসিম ইউনিভার্সিটির উসতাযুস সুন্নাহ (সুন্নাহর অধ্যাপক)। ইউটিউবে তার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। এখানে তার *ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওয়াহ* (স্ত্রীর সঙ্গে আচরণনীতি) শিরোনামের অধীনে বক্তৃতাগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি তার বক্তৃতায় সাধারণত অধিক পরিমাণে আয়াত ও হাদিস এবং নবিজি ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ তুলে ধরেন এবং সেখান থেকে মূল সমাধান ও দিকনির্দেশনা বের করে নিয়ে আসেন।

৩. শাইখ আদেল ফাতহি আবদুল্লাহ। আরবের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। দাম্পত্য, পারিবারিক জীবন এবং আত্মোন্নয়নমূলক বিষয়ক তার অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই অত্যন্ত চমৎকার। এখানে তার *কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি ও তুরদিনা রাব্বাকি* (আপনি কীভাবে স্বামীর মন জয় করবেন এবং রবের সন্তুষ্টি হাসিল করবেন) গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী সাধারণত যেসব ভুল করে থাকে এ বিষয়ক তার আরও দুটি গ্রন্থ রয়েছে। সেই গ্রন্থ দুটি থেকেও নির্বাচিত কিছু লেখার অনুবাদ করা হয়েছে।

আশা করি বইটি আপনার চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। দাম্পত্য জীবনের নানান জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের সন্ধান দিবে।

বইটিতে আমরা প্রতিটি হাদিস কিতাবের নাম ও নাম্বারসহ উল্লেখ করেছি। সমসাময়িক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনা যাতে দীর্ঘ হয়ে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক না করে, সেজন্য আমরা প্রতিটি শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

পথিক প্রকাশন-এর কর্ণধার ইসমাইল ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। বইটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে তিনি চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেননি। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তার প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এটি আমার দ্বিতীয় বই। এই বইটি যখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তখন আমার আম্মা মারাত্মক অসুস্থ। ব্রেইন স্ট্রোক করে এক পাশ প্যারালাইজড। আপনাদের কাছে আবেদন, আপনারা আমার আম্মার দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতার দুআ করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তার মাকবুল বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ যদি সুস্থ রাখেন, কলম ও কালির মেহনত জারি রাখেন, কথা হবে অন্য কোনো বইয়ে।

যায়েদ আলতাফ

সাভার, ঢাকা।
২১-আগষ্ট-২০২১ ইং
১২-মুহাররাম-১৪৪৩ হি.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের কোভিড-১৯-এর মতো বৈশ্বিক মহামারির হাত থেকে এখনও সুস্থ রেখেছেন। বাঁচিয়ে রেখেছেন। দুরুদ ও সালাম রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন।

বই প্রকাশের জন্য যদিও এই সময়টা উপযোগী না। করোনা আগের চেয়ে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা আমাদের গভীর সংকটের মুখে নিপতিত করছে। আমরা জানি না,এ অবস্থার শেষ কোথায়? তবে আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নই। তিনি অবশ্যই আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন। আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব। সবকিছু আবার সচল হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

কোভিড-১৯-এর কারণে দেশের সমস্ত পাঠশালা যখন বন্ধ, তখন আমরা আপনাদের সামনে *দুজনার পাঠশালা* নিয়ে হাজির হয়েছি। বইটি মূলত যারা দু পা থেকে চার পায়ে পরিণত হয়েছেন, সিঙ্গেল থেকে মিঙ্গেল হয়েছেন, তাদের জন্য। তবে অন্যরাও পড়তে পারেন পূর্ব-প্রস্তুতির জন্য।

অবিবাহিতদের জীবনে কোনো সমস্যা হলে মুরুব্বিদের বলতে শোনা যায়, 'ওকে বিয়ে করিয়ে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।' আসলেই কি বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যায়? নাকি বৈবাহিক জীবনের পদে পদে রয়েছে নানান জটিলতা? জটিলতা থাকলে সেগুলো কী কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই বইটিতে। এর প্রতিটি লেখায় আমি ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছি, ইনশা আল্লাহ আপনারাও আলোড়িত হবেন।

আশা করি পথিক প্রকাশন-এর অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইটিকেও আপনারা সাদরে গ্রহণ করবেন। কোনো ভুল-ত্রুটি হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। আরেকটি কথা, গল্পের প্রয়োজনে বইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ও চরিত্র কল্পনাপ্রসূত। কারও সঙ্গে মিলে গেলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। সবাই ভালো থাকবেন।

মো. ইসমাইল হোসেন

সূচিপত্র

শুরুর কথা ১৬
দাম্পত্য জীবনের অর্থ ১৮
স্বামীর অভিযোগ ২০
স্ত্রীর অভিযোগ ২৩

ম্যান চ্যাপ্টার ২৫
স্ত্রীর হক ২৬
স্ত্রীর সঙ্গে আচরণশিল্প ২৭
স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আচরণনীতি ২৯
কুরআনের আলো থেকে ৩১
কেন বিয়ে করবেন? ৩২
পাত্রী নির্বাচনে পুরুষদের কিছু ভুল ৩৪
স্ত্রীকে দীন শিক্ষা দেওয়া ৩৭
প্রয়োজন একটি ক্ষমার রবারের ৪০
স্ত্রীকে সম্মান করা ৪২
ভালোবাসার স্পষ্ট প্রকাশ ৪৪
নারী পুরুষের মতো নয় ৪৬
পুরুষ নারীর মতো নয় ৪৭
কালিমাতুন তাইয়্যিবাহ ৪৮
স্ত্রীর কথার কীভাবে সুন্দর করে উত্তর দেবেন? ৪৯
যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন ৫১
প্রথমে গিয়ে তোমার গাধাকে তালাক দাও ৫৪
লোকের কথা শুনেই বিশ্বাস না করা ৫৬
অবহেলা ৫৯

শেষ কবে স্ত্রীকে গিফট দিয়েছিলেন? ৬১
নারীরা যেসব কারণে মিথ্যা বলে ৬৩
পুরুষরা যেসব কারণে মিথ্যা বলে ৬৫
একদিকে মা, একদিকে স্ত্রী ৬৭
স্ত্রীর কারণে মায়ের উপর জুলুম না করা ৭০
পরনারী আসক্তি ৭৪
শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ ৭৯
আদরের বোন ৮১
শপিংয়ে যাওয়ার সময় লক্ষণীয় ৮৪
কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় লক্ষণীয় ৮৫
শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যাওয়া ৮৬
এরই নাম ভালোবাসা ৮৭
আয় বুঝে ব্যয় না করা ৮৯
তুলনায় যাবেন না ৯৩
দরজা কে খুলবে? ৯৬
আপনার দাম্পত্যবৃক্ষে ঈমান সিঞ্চিত করুন ৯৮
দাম্পত্য জীবনের সুরক্ষা ও রক্ষাকবচ ১০০
পুরুষদের সাজসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১০২
কে বেশি চুপ থাকে, পুরুষ না নারী? ১০৭
আদর সোহাগ খুনসুঁটি ১০৯
ক্ষমা ১১৩
স্বামীর রোদন ১১৯
স্ত্রীর রোদন ১২১
স্ত্রীকে সময় দেওয়া ১২২
স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা ১২৭
পারস্পরিক বোঝাপড়া ১২৯
স্ত্রীর সঙ্গে কঠোর আচরণ না করা ১৩১
স্ত্রীর প্রতি নবিজির ভালোবাসা ১৩৪
স্ত্রীর প্রতি খলিফা মাহদির ভালোবাসা ১৩৫

একে অপরকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করা ১৩৬
ঘরোয়া কাজে স্ত্রীকে সহায়তা করা ১৪০
স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতি, মন-মানসিকতা এবং পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখা ১৪১
গালি-গালাজ ও প্রহার না করা ১৪২
স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে কৃপণতা না করা ১৪৪
একটি মারাত্মক গুনাহ : স্ত্রীকে বেদম প্রহার ১৪৬
আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে ছাড় না দেওয়া ১৪৮
পিতা-মাতা কেন সন্তানদের সংসারে হস্তক্ষেপ করেন? ১৫৩
নিজেদের কলহ-বিবাদ থেকে সন্তানদের দূরে রাখুন ১৫৬
নারীরা যেসব পুরুষদের অপছন্দ করে ১৫৮
ভুল-ত্রুটি ১৫৯
পুরুষরা সাধারণত কেন ভুল স্বীকার করে না? ১৬১

উইমেন চ্যাপ্টার ১৬৩

পাত্র নির্বাচন ১৬৪
স্বামীর হক ১৭২
প্রাণের চেয়ে প্রিয় ১৭৩
চিরসাথী ১৭৪
শ্বাশুড়ি মায়েদের প্রতি ১৭৬
পুত্রবধুর মন কীভাবে জয় করবেন? ১৭৮
পুরুষের জীবনের সবচেয়ে মধুর জিনিস ১৭৯
অধিক ভর্ৎসনার কুফল ১৮১
দীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা নাকি নমনীয়তা ১৮৩
মজার মজার খাবার রান্না করা ১৮৫
স্বামীর আনুগত্য দাসবৃত্তি নয়, বরং সুখী দাম্পত্যের মূল ভিত ১৮৬
নেতিবাচক অনুভূতিগুলো কীভাবে প্রকাশ করবেন? ১৮৮
এরপর সে আর কোনোদিন চোখ তুলে তাকায়নি ১৯০
যে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয় ১৯২
নারীর চাকরির বিধান ১৯৪

পর্দা : নারীর মাহরাম ও গায়রে মাহরাম ১৯৬
গৃহাভ্যন্তরে নারীর সাজসজ্জা গ্রহণ..... ১৯৯
নিজের প্রতি ও সংসারের প্রতি যত্নবান থাকা ২০১
সফল মিলনের সুফল..... ২০২
নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সুলভ বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা.....২০৫
পারিবারিক সমস্যায় বান্ধবীদের কাছে পরামর্শ না চাওয়া ২০৭
স্বামীর প্রতি ঘৃণাবোধ কখন প্রশংসনীয় ও কখন নিন্দনীয়? ২০৯
আমার স্বামী কৃপণ, এখন আমি কী করব? ২১১
স্বামীর যদি মদের নেশা থাকে..... ২১৩
গৃহব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন নারীই দায়িত্বশীল..... ২১৫
কৃতজ্ঞতা নবিদের গুণ ২১৬
রাগ করে চলে যাওয়া ২১৮
শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ ২১৯
প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা ২২১
শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি ঘৃণা করে..... ২২৪
সংসারের প্রতি বিরক্তি ২২৬
স্বামী যদি ভালো না বাসে ২২৮
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২৩০
নারীরা কেন স্বামীর ভালোবাসা হারায়? ২৩২
পুরুষরা যেসব নারীদের অপছন্দ করে ২৩৩
বৃদ্ধার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা..... ২৩৪

বিপজ্জনক চ্যাপ্টার ২৩৬

কথায় কথায় তালাক চাওয়া ২৩৭
ডিভোর্সের আগে ভাবুন..... ২৪০
না বলা কথা ২৪২
একটি চমকপ্রদ ঘটনা ২৪৫
নিকৃষ্ট হালাল (১) ২৪৭
নিকৃষ্ট হালাল (২) ২৪৯
ডিভোর্স সংক্রান্ত পুরুষদের কিছু ভুল..... ২৫১

শুরুর কথা

বিয়ের কথা শুনলেই মন কেমন আনন্দে নেচে উঠে। বুকে কেমন কামনার তৃষ্ণা জাগে। চোখের চারপাশে স্বপ্নগুলো কেমন রঙ ছড়াতে থাকে। কল্পনার জাল বুনে কত বিনিদ্র রাত কাটে।

এটি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার এক মহান নেয়ামত এবং ইসলামি শরিয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

বিয়ের কথা শুনলে এমন আবেগ-অনুভূতি, আগ্রহ-উদ্দীপনা কাজ করে মূলত মানুষের মাঝে জৈবিক চাহিদা ও কাম ক্ষুধা থাকার কারণে।

ইসলাম মানুষের জীবনে যৌনতার অস্তিত্বকে অকপটে স্বীকার করে। স্বীকার করে না যৌনতার অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল ব্যবহারকে।

মানুষ যাতে তার যৌন চাহিদাকে সুশৃঙ্খল ও সুনির্ধারিত পন্থায় যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং যৌনস্খলনের শিকার হয়ে মানব অস্তিত্ব ও মানব সমাজকে পশু সমাজে পরিণত করতে না পারে তাই ইসলাম বিবাহ প্রথার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

সেই সাথে অবৈধ ও বিকৃত যৌনাচারের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করে এ থেকে নিরুৎসাহিত ও সতর্ক করছে। ভালোবাসাকে অপাত্রে না বিলিয়ে হালাল পাত্রে বিলাতে বলেছে। বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে বিয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কারণ, বিয়ের মাধ্যমে একজন মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষিত হয়। তাকওয়া অর্জনের পথ সুগম হয়। মানব প্রজন্মের আগমন ধারা সুনিশ্চিত হয় বিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে। মানবসমাজ আলাদা হয় পশু সমাজ থেকে।

এ জন্যই বিয়ে ছিল সমস্ত নবিগণের সুন্নত এবং আমাদের রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'এবং আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তাদের দিয়েছি জীবনসঙ্গিনী ও সন্তান-সন্ততি।'[৮]

হাদিস শরিফে এসেছে, আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[৮] সুরা আর-রাদ : ৩৮।

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

'চারটি জিনিস নবি-রাসুলগণের সুন্নাত; লাজ-শরম, সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক করা এবং বিয়ে করা।'[১০]

মানব বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে আল্লাহ তায়ালা যে অপার যৌন ক্ষমতা দান করেছেন, তা সুনির্ধারিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় পূরণের লক্ষ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে বিয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সাহায্য করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে রোজা রাখবে। কারণ, রোজা যৌন ক্ষমতাকে দমন করে।'[১১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'কোনো বান্দা যখন বিয়ে করল, তখন সে যেন অর্ধেক দীন পূর্ণ করে ফেলল। সুতরাং সে যেন দীনের অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।'[১২]

বিয়ের প্রথম ও অন্যতম ভিত্তি স্বামী-স্ত্রী। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন মানব-মানবি। এমন অপরিচিত দুজন মানুষের মাঝেই আল্লাহ তায়ালা প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এবং শান্তি ও প্রশান্তির সেতুবন্ধন স্থাপন করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।'[১৩]

---

[১০] সুনানু তিরমিযি : ১০৮০।
[১১] সহিহ বুখারি : ৫০৬৬।
[১২] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩০৯৬।
[১৩] সুরা রূম : ২১।

দাম্পত্য জীবনের অর্থ

আসলে দাম্পত্য জীবনের অর্থ কী?

এত সমস্যা!

সমাধান কী?

এত অভিযোগ!

নিরসন কী?

আমি বলব, দাম্পত্য জীবন হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের অপর নাম।

দুজন নর-নারী বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে। তারপর তারা তাদের দাম্পত্য জীবনকে স্বার্থক, সুন্দর ও সুখময় করে তোলার চেষ্টা করে।

দাম্পত্য জীবনকে স্বার্থক, সুন্দর ও সুখময় করে তোলার জন্য অবশ্য একটি মূলনীতি আছে। আমরা এখানে সে মূলনীতিটি উল্লেখ করব। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

> 'প্রত্যেক বনি আদমই ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো ভুল থেকে তওবাকারী (অর্থাৎ যে সংশোধনপ্রয়াসী)।'[১৪]

আমরা কেউ ত্রুটিমুক্ত নই। ভুলের ঊর্ধ্বে নই। ভুলের কারণেই বনি আদমের পৃথিবীতে আসা। তাই আমাদের দ্বারা ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক।

---

[১৪] সুনানে ইবনে মাযাহ : ৪২৫১; সুনানে তিরমিযি : ২৪৯৯।

তবে লক্ষ রাখতে হবে, একই ভুল যেন বারবার না হয়। ভুলের উপর যেন আমরা স্থির না থাকি। কোনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি।

এক্ষেত্রে আমরা নিজের ইগোকে প্রশ্রয় দেব না। গোঁ ধরে থাকব না। তাহলে দিন দিন ভুলের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। জীবন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত হতে থাকবে। ফুলের মতো চারপাশে সুরভী ছড়াতে থাকবে। রাতের আঁধারে জ্যোৎস্না বিলাতে থাকবে।

জীবনকে যদি একটি বাগানের সাথে তুলনা করি তাহলে ভুলগুলো হলো বাগানের ক্ষতিকর আগাছা। আর তওবা হলো সে আগাছা পরিষ্কারের কাঁচিস্বরূপ।

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি লাভের জন্য হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত কথাটি মূলনীতির পর্যায়ে রাখার মতো। তিনি তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> 'তুমি যদি আমাকে রাগ করতে দেখ, তাহলে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। আর আমি যদি তোমাকে রাগ করতে দেখি, তাহলে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব। অন্যথায় আমরা একসঙ্গে বসবাস করতে পারব না।'

একে অপরকে আমরা যদি ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখি, পরস্পরের প্রতি আমাদের যদি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, তাহলে আমরা শুধু আমাদের সঙ্গির গুণগুলোই দেখতে পাব।

কারণ, ভালোবাসার দৃষ্টিতে শুধু গুণ ধরা পড়ে। দোষ নয়। ঘৃণার দৃষ্টিতে শুধু দোষ ধরা পড়ে। গুণ নয়। যাকে ভালো লাগে, সে বাঁকা হয়ে হাঁটলেও সোজা মনে হয়। আর যাকে ভালো লাগে না, সে সোজা হয়ে হাঁটলেও বাঁকা মনে হয়।[১৫]

[১৫] ফাল্গুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

স্বামীর অভিযোগ

একেকটি সংসার যেন ছোটো ছোটো একেকটি রাজ্য। পুরুষ বা স্বামী সেই রাজ্যের অধিপতি। রাজ্য পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তারই। তাই রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি-অগ্রগতি অনেকটাই তার উপর নির্ভরশীল।

রাজা যদি তার ছোট্ট এই রাজ্যের সুখ-শান্তি কামনা করেন, তাতে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই কিছু বিষয়ে অপরিহার্য জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং শরয়ি নির্দেশনা মোতাবেক সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

পুরুষের হাতে সংসার রাজ্যের এই চাবি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তুলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে চাবিটি তিনি তার হাতে হস্তান্তর করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

> 'পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণের উপর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার দায়িত্ব।'[১৬]

বিয়ে আল্লাহ তায়ালার শুধু মহান নেয়ামতই নয়। আল্লাহ তায়ালার একটি হুকুমও। সেই সাথে আমাদের নবিজির সুন্নত। তাই বৈবাহিক জীবনকে স্বার্থক ও সুন্দর করে তুলতে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও তার রাসুলের হেদায়েত মেনে চলতে হবে। সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

সংসার রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে রাজাকে (পুরুষকে) অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। নানা অভিযোগ-অনুযোগ তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। ভিতরে ভিতরে খোঁচাতে থাকে। সমস্যা যেহেতু আছে, সেসব সমস্যার সমাধানও আছে। অভিযোগ যেহেতু আছে। সেসব অভিযোগের নিরসনও আছে।

একজন স্বামীর তার স্ত্রীর ব্যাপারে সাধারণত কী কী অভিযোগ থাকে, এবার আমরা তেমনই কিছু অভিযোগের কথা এখানে তুলে ধরব। যেমন,

---

[১৬] সুরা নিসা : ৩৪।

১. তার সঙ্গে সংসার করে কোনো সুখ নেই।
২. তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো শেষ নেই। খরচের কোনো সীমা নেই।
৩. প্রায়ই বাসার বাইরে গমন করে। শপিং, পার্লার, ফাংশন, বেড়াতে যাওয়া—একটা না একটা প্রোগ্রাম আছেই।
৪. খুব উদাসীন। যেমন সন্তান-সন্ততির প্রতি তেমনি আমার প্রতি।
৫. সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি কম।
৬. রাতে উপেক্ষা করে।
৭. অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন। বাসায় কালি সেজে থাকবে। আর কোথাও বের হওয়ার সময় প্রিন্সেস সেজে বের হবে।
৮. খিটখিটে।
৯. অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ। জেদি। একগুঁয়ে। তাকে নিয়ে আমি আর পারছি না। খুব শীঘ্রই ডিভোর্স দিয়ে দিব।
১০. পর্দা করতে চায় না। দীন-ধর্মের প্রতি উদাসীন।

এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। চারপাশ থেকে সেসব অভিযোগ আমাদের কানে আসে। কিছু কিছু ঘটনা তো আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করি।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সব দোষ স্ত্রী বেচারীর। অভিযোগের তীরে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার জন্যই যেন সে এই সংসারে এসেছে। আর স্বামী দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। তার কোনো দোষ নেই। সে নির্দোষ। নিষ্পাপ। পয়গম্বরদের মতো। (নাউযুবিল্লাহ)

আমি যেহেতু পুরুষ। তাই নিজেকে পুরুষের স্থানে রেখেই বলি, ধরে নিলাম বিয়ে করে আমি বড় কোনো সমস্যায় পড়েছি। নারীদের প্রতি আমার একরকম বিতৃষ্ণা চলে এসেছে। এখন আমি কী করব? বনে গিয়ে কিংবা বন থেকে ধরে এনে কোনো পশু-পাখির সঙ্গে সংসার করব?

তাহলে তো সমস্ত নারী জাতি আমার প্রতি বেজায় রকম ক্ষেপে যাবে।

নাকি কোনো পুরুষকে বিয়ে করব?

তখন পুরুষরা আমার দিকে তেড়ে আসবে।

এটা কী কখনো সম্ভব?

সম্ভব নয়।

তাহলে সমাধান?

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখলাম—সমাধান একটাই। মুক্তির পথও একটাই। সেটি হচ্ছে, মূলের দিকে ফিরে আসা। উৎসের সন্ধান করা। আর সেই

মূল ও উৎসটি হল কুরআন-সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। নারী-পুরুষের যিনি একমাত্র স্রষ্টা সেই মহান রব্বুল আলামিনের বিধান মেনে চলা। তাঁর রাসুলের জীবনাদর্শকে অনুসরণ করা।

তবে দাম্পত্য জীবনে শুধু যে পুরুষরাই সমস্যার সম্মুখীন হন তা কিন্তু নয়। নারীরাও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদেরও অনেক অভিযোগ-অনুযোগ থাকে। চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস থাকে। ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়া অশ্রু জল থাকে। এদিক থেকে লক্ষ করলে তারা উভয়েই সমান। অর্থাৎ উভয়েরই কিছু সমস্যা রয়েছে। সয়ে যাওয়া কিছু ব্যথা রয়েছে। বয়ে চলা কিছু কষ্ট রয়েছে।

নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একে অপরকে ছাড়া তারা কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ না। তারা দুজন দুজনার পরিপূরক। প্রত্যেকের যেমন আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে তেমনি মর্যাদা ও গুরুত্বও রয়েছে।[১৭]

[১৭] ফাল্গুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

স্ত্রীর অভিযোগ

একটু আগেই বলেছি, বৈবাহিক জীবনে শুধু যে পুরুষের অভিযোগ থাকে তা নয়। একজন নারীরও অনেক অভিযোগ থাকে। নারীরা তো সাধারণত স্বামীর হাতে বাজারের লিস্ট ধরিয়ে থাকে। আজ মনে করুন একটি অভিযোগের লিস্ট ধরিয়ে দিল। বাজারের লিস্টকে গুরুত্ব না দিলে ঘরে যেমন চুলা জ্বলবে না। সবাইকে অভুক্ত থাকতে হবে। তেমনি স্ত্রীর অভিযোগের লিস্টকেও গুরুত্ব না দিলে ঘরে কোনো শান্তি থাকবে না। সবাইকে অশান্তির অনলে পুড়তে হবে।

এবার চলুন—অভিযোগের লিস্টটি দেখে নেওয়া যাক,

১. পরিবারকে সময় দেয় না। বাসা থেকে সেই যে ভোরে বের হয়। ফিরে একেবারে রাত করে।
২. বাবার বাড়ি যেতে দিতে চায় না।
৩. সন্তান ও পরিবারের প্রতি উদাসীন। যেন এ সন্তান ও পরিবার তার না। রাতে বাসায় ফিরে কোথায় একটু পরিবারকে সময় দিবে তা না। এসেই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসবে। খাওয়া শেষে টিভি বা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।
৪. মুখের ভাষা খারাপ। সন্তানদের সামনেই দুর্ব্যবহার শুরু করে। কথায় কথায় গায়ে হাত তোলে। তালাকের হুমকি দেয়।
৫. নামাজ পড়ে না। ধূমপান করে।
৬. সারাক্ষণ শুধু ভুল ধরতে থাকে।
৭. অযথা সন্দেহ করে। খারাপ ধারণা পোষণ করে।
৮. কখনো আমার ভালো কিছুর প্রশংসা করে না। এত সেজেগুজে থাকি তবু তার মন পাই না।
৯. আমি পড়াশোনা করি এটা তার পছন্দ না।
১০. কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে না।
১১. ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। খুব মেজাজ দেখায়।
১২. যত খারাপ লোক আছে, তাদের সঙ্গে তার উঠাবসা। ভালো কারও সঙ্গে মিশতে দেখি না।
১৩. আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না। খাওয়াতে নিয়ে যায় না।
১৪. খুব কৃপণ। হাড় কিপটে। আমার সঙ্গে তো কিপটেমি করে করেই, সন্তান ও তার বাবা-মার সঙ্গেও করে।

এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। মানুষের জীবনের যেমন নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই। বয়ে চলার অভিন্ন কোনো গতিপ্রবাহ নেই, তেমনি অভিযোগেরও কোনো নির্দিষ্টতা নেই। নানান জনের নানান অভিযোগ।

এসব অভিযোগের নিরসন কী? এসব সমস্যার সমাধান কী? সর্বোপরি এসব ক্ষেত্রে একজন নারীর করণীয় কী? স্বামীরই-বা কর্তব্য কী? বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সে প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। সামনের আলোচনাগুলো পড়ুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার সমাধান পেয়ে যাবেন।[১৮]

[১৮] ফাল্গুত তাআমুল মাআয যাওয়াহ।

ম্যান চ্যাপ্টার

প্রথমে পুরুষকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই। এ কারণে পুরুষসমাজের কেউ ক্ষেপে গিয়ে বলতে পারে, আমাদের দিয়ে শুরু করা কেন?

আমি বলব, কয়েকটি কারণে। প্রথমত পুরুষরা সাধারণত অধিক দায়িত্বশীল, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত একটি পরিবারকে সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশি থাকে। তৃতীয়ত স্ত্রীর প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে, এটি পুরুষ বুঝতে পারলেই সংসারের সুখ-শান্তির দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। স্ত্রীর প্রতি আচরণে বৈষম্য কমে আসতে থাকে। সে তাকে তার ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে পারে। ঠিক যেমনটি ইসলাম নারীকে দিয়েছে এবং নারী-পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের জন্য আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের জন্য আবরণস্বরূপ।'[১৯]

[১৯] সুরা বাকারা : ১৮৭।

স্ত্রীর হক

বিয়ের মাধ্যমে নর-নারী যে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, সে জীবনের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হবে এবং একপর্যায়ে তা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হবে। একজন পুরুষের উপর স্ত্রীর কিছু হক আছে। পবিত্র কুরআনই তার এসব হক নির্ধারণ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে,

> 'আর নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।'[১০]

পুরুষের উপর স্ত্রীর সে হকগুলো হলো:

- মোহর পরিশোধ করা।
- জৈবিক চাহিদা পূরণ করা।
- খোরপোষ দেওয়া।
- প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা। স্ত্রীকে পর্দার হালতে রাখা।
- তার ও তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।
- অযথা সন্দেহ ও খারাপ ধারণা পোষণ না করা।
- আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর ইবাদতে সাহায্য করা।
- দিনের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিলের ব্যবস্থা করা।
- একান্ত বাধ্য না হলে কিংবা সে যদি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত না থাকে, তাহলে তালাক না দেওয়া।
- মাঝে মাঝে তাকে তার নিকটাত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া।
- স্ত্রীর কোনো আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করা।
- স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের বিষয়গুলো অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

এছাড়া আরও কিছু হক রয়েছে। সামনের লেখাগুলোতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১০] সূরা বাকারা : ২২৮।

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণশিল্প

আচ্ছা, স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ—এটি কি কোনো শিল্প, যা চর্চা করতে হয়?

আমি বলব, অবশ্যই এটি একটি শিল্প। এ শিল্পে নিপুণতা আনতে হলে তা চর্চা করতে হবে। নিয়মিত নিজেকে নিয়ে বসতে হবে। আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। নবি ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাত অধ্যয়ণ করতে হবে এবং সে আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের এই যে শিল্প, প্রথমে আমাদের এ শিল্প সম্পর্কে জানতে হবে। তবে আমাদের জানার উৎস হবে না কোনো গুগল কিংবা নেট দুনিয়া। অথবা ইসলামের আদর্শচ্যুত আধুনিক কোনো ম্যাগাজিন কিংবা পেপার-পত্রিকা।

আমাদের জানার একমাত্র উৎস হবে রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানাহ। তার সুস্পষ্ট হেদায়েত ও পথনির্দেশনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> 'বস্তুত আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'[৬]

এজন্য আমাদের জানতে হবে, স্ত্রীদের সাথে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণনীতি কেমন ছিল? নবিগৃহে ভালোবাসার চিত্র কেমন ছিল? তার দাম্পত্য জীবন কত সুরভিত ছিল? তিনি তার স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন? কোনো ভুল হলে তাদের কীভাবে শোধরাতেন, সংশোধন করতেন?

আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে আদেশ করেছেন তাঁর ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবনের সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে। যদিও তা একান্ত গোপন বিষয় হয়।

---

[৬] সুরা আহযাব : ২১।

উদ্দেশ্য—যাতে উম্মত এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। হেদায়েত ও পথনির্দেশনা লাভ করতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে পারে।

নবিজির পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

> 'এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহ্ তায়ালার যেসব আয়াত ও হেকমতের কথা শোনানো হয়, তোমরা তা উল্লেখ করো।'[২২]

সুতরাং স্ত্রীদের সাথে আমাদের আচরণনীতি নবিজির জীবনাদর্শ থেকেই আমরা গ্রহণ করব এবং এটাকেই একমাত্র সমাধান ও মুক্তির পথ মনে করব।[২৩]

[২২] সূরা আহযাব : ৩৪।
[২৩] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আচরণনীতি

অনেকগুলো কারণে আমার এ বিষয়ে কলম ধরা। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি:

- ♥ প্রথমত স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাগুলো তুলে ধরা। বিশেষ করে স্ত্রীর যেসব অধিকারের ব্যাপারে অধিকাংশ পুরুষরা অজ্ঞ, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে তুলে ধরা।

স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে আমাদের অনেকেই অজ্ঞ। যারা অবগত, তাদের অনেকে আবার না জানার ভান করে। ভুলে থাকতে ভালোবাসে।

- ♥ দ্বিতীয়ত নারী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা।

নারীদের সম্পর্কে অনেক পুরুষের মাঝে নেতিবাচক মনোভাব ও ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে থাকে। যেমন—অনেকে বলে, 'নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। বিয়ের পর তাদের সবসময় টাইট দিয়ে রাখবে।'

আবার অনেক পুরুষ নারীদের 'ঝামেলা' মনে করে। যেমন, এক আরব কবির কবিতা:

'আমি দেখেছি, নারীরা পার্থিব জীবনের অনেক ঝামেলার কারণ। সুতরাং কখনো তাদের বিশ্বাস করবে না। সে যদি দাবী করে আসমান থেকে নেমে এসে বলছে—তবুও না।'

অপর এক আরব কবি নারীদের সম্পর্কে আরও মারাত্মক ভুল কথা বলেছেন। যেমন তিনি তার এক কবিতায় বলেন,

'নারীকে পুরুষের জন্য শয়তানস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানের অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। দীন-দুনিয়ার যাবতীয় অনিষ্টের মূলে মূলত এরাই।'

নারী সম্পর্কে আমরা এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী নই। এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন নই।

নারী সম্পর্কে আমাদের ধারণা তো সেই আরব কবির মতো—

'নারী হচ্ছে বাগানের ফুল। ফুলের ঘ্রাণ কার না ভালো লাগে বল।'

♥ তৃতীয়ত স্ত্রীদের প্রতি পুরুষের বিভিন্ন অভিযোগ।

স্ত্রীর খারাপ আচরণ ও মন্দ ব্যবহারে অনেক পুরুষ অতিষ্ট থাকে। কেউ কেউ তো এহেন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। মনে মনে ভাবে, সে মরলে মনে হয় আমি শান্তি পেতাম। কিন্তু কী করার! খারাপ মানুষগুলো একটু বেশি দিনই বাঁচে।

জনৈক আরব তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলছে,

'তুমি মারা গেলে নেককার বান্দারা খুশি হত।'

আমি বলব, স্ত্রীর প্রতি আচরণের এটা কোনো নববি আদর্শ নয়। নববি আদর্শ কী—এই বইতে তা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

♥ চতুর্থত রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ এবং তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরা।

কেননা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈবাহিক ও দাম্পত্য জীবনই হলো একজন বিবাহিত পুরুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও নমুনা।

মূলতঃ এই চারটি কারণে আমি এই বিষয়ে কলম ধরেছি।[৬]

[৬] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।